بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ  وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

# খুতবা জুম'আ

**২৩শে মার্চ আর এই দিবসটিকে জামা'তের মাঝে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে স্মরণ রাখা হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঘোষণা করেন যে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যার আগমনী বার্তা মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতের ধারা আরম্ভ করেন।**

**সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২২মার্চ ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার**

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

আগামীকাল ২৩শে মার্চ আর এই দিবসটিকে জামা'তের মাঝে মসীহ্ মওউদ দিবসের প্রেক্ষাপটে স্মরণ রাখা হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ঘোষণা করেন যে, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী, যার আগমনী বার্তা মহানবী (সা.) দিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতের ধারা আরম্ভ করেন। এখন আমি আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করবো যাতে তিনি মসীহ্ মওউদ এর আগমনের আবশ্যকতা, যুগের অবস্থা এবং নিজ দাবির ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিদর্শনের কথাও বলেছেন।

যুগের বিরাজমান অবস্থা দাবি করছিল যেন কেউ আসে। যিনি ইসলামের দোদুল্যমান নৌকার হাল ধরবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান আলেমদের সংগরিষ্ঠ শ্রেণি, যারা পূর্বে কোন মসীহ্র আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, বরং অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিল, তাঁর (আ.) দাবির পর বিরোধিতা করে আর সাধারণ মুসলমানদের মিথ্যা কল্প-কাহীনি শুনিয়ে, তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তাঁর এবং তাঁর জামা'তের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের এতটাই উত্তেজিত করেছে যে, তারা হত্যার ফতোয়া দিতে আরম্ভ করে। বরং আজ পর্যন্ত আহমদীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে ও স্থানে যুলুম ও বর্বরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে এমন ভয়াবহ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে বা হচ্ছে, আর এ সবই করা হয়েছে ইসলামের নামে। অথচ ইসলামের মর্ম যে ব্যক্তি বুঝে, সে এমনটি ভাবতেও পারে না। আর এমন কাজ কখনো তাদের দ্বারা হতেই পারে না। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে যে, মসীহ্ মওউদের আগমনের কী প্রয়োজন আর আর এ যুগের প্রেক্ষাপটে মসীহ্র বিশেষত্বই বা কী,(তিনি একথা বলেন নি যে, আমিই আসবো বরং যুগের দাবি ছিল যে, কেউ আসুক) তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআন ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী দুই উম্মতের মাঝে খিলাফতের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সাদৃশ্য বর্ণনা করেছে। যেমনটি এ আয়াতথেকে স্পষ্ট যে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তিনি বলেন, ইসরাঈলী ধারার শেষ খলীফা, যিনি হযরত মূসার পর চতুর্দশ শতাব্দীতে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন মসীহ্ নাসেরী। সেই নিরিখে এই উম্মতের মসীহ্রও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসা আবশ্যক ছিল।

এছাড়া দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞ অনেক প্রবীন বুযূর্গ, যাদের খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল, এই শতাব্দীকে মসীহ্র আগমনকাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, যেমন হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখ আহলে হাদীসগণ একমত যে, মসীহ্র আগমনের সকল ছোটখাটো লক্ষণের সবক'টি এবং বড় বড় লক্ষণের অনেকটা পূর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ মসীহ্র আগমনের ছোট ও বড় লক্ষণাবলী পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, এরা একটু ভুল করেছে, যত লক্ষণ ছিল সবই পূর্ণ হয়েছে। অনেকটা পূর্ণ হয়েছে একথা ঠিক নয়, বরং মসীহ্র আগমণের লক্ষণবলী পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে।

একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আগমকারী ব্যক্তির একটি নিদর্শনও রয়েছে, আর তাহলো সেযুগে রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে । চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ তাঁর দাবির পর সংঘটিত হওয়া এমন একটি বিষয় ছিল যা প্রতারণা ও কৃত্রিমতা থেকে যোজন যোজন দূরে। তিনি বলেন, এর পূর্বে কোন চন্দ্র -সূর্য গ্রহণ এমন প্রকাশ পায় নি। এটি এমন এক নিদর্শন ছিল যার মাধ্যমে খোদা তালার সমগ্র বিশ্বে আগমনকারীর ঘোষণা দেয়ার ছিল। আরব বাসীরা এই নিদর্শন দেখে নিজেদের রুচি অনুসারে এটিকে সঠিক আখ্যা দিয়েছে। এ কথার ঘোষণাকারী হিসেবে আমাদের বিজ্ঞাপনের যে যে স্থানে পৌছা সম্ভব ছিলনা সেসব স্থানে এই চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ আগমনকারীর সময়েরও ঘোষণা দিয়েছে। এটি খোদার নিদর্শন ছিল, যা মানবীয় ষড়যন্ত্র হতে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র।

পুনরায় তিনি বলেন, আর একটি নিদর্শন হলো তখন লেজ বিশিষ্ট নক্ষত্র প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ সেসব বছরের নক্ষত্র যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই নক্ষত্র যা ঈসা (আ.) এর যুগে প্রকাশ পেয়েছিল। এখন সেই নক্ষত্রও উদিত হয়েছে যা ইহুদীদেরকে ঊর্ধ্বলোক থেকে মসীহ্‌র আগমন সংবাদ দিয়েছিল। একইভাবেপবিত্র কুরআনে দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে,

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ○ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ○ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ○ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ○ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ○

(সূরা আত্-তাকভীর: ০৫-১১) এগুলো সবই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী, অর্থাৎ বন্যপ্রাণী সমবেত করা হবে। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি হলো চিড়িয়াখানা বানানো হবে। পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার ঘটবে। এটিও যে, কতক আদিবাসীকে মানুষ আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সমুদ্র মিলিত করার কথা রয়েছে। মানুষ মিলিত করার কথাও রয়েছে। এখন যোগাযোগ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে। এখন এক সেকেণ্ডে পৃথিবীর সর্বত্র যোগাযোগ হয়ে যায়। পুনরায় এটিও রয়েছে যে, নারী, যার উপর অত্যাচার করা হতো, যার অধিকার পদদলিত করা হতো, যাকে হত্যা করা হতো, সে প্রশ্ন করবে যে, কোন অপরাধে আমাকে হত্যা করা হচ্ছে? বই-পুস্তক প্রচার করা হবে। প্রেস, মিডিয়া রয়েছে।এই সমস্তকিছু প্রমাণ করে যে, এটি মসীহ্ মওউদ এর যুগ। আর পবিত্র কুরআনে এসবের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ রয়েছে।

পুনরায় নিদর্শন সম্পর্কে তিনি আরো বলেন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগও একটি লক্ষণ ছিল। বিভিন্ন বিপদ-আপদ আসবে, দুর্ঘটনা ঘটবে। তিনি বলেন, ঐশী বিপদাপদ দুর্ভিক্ষ, প্লেগ ও কলেরার রূপ ধারণ করেছে। প্লেগ হলো সেই ভয়াবহ শাস্তি যা সরকারকে পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছে আর সে যুগে এটি ৫-৬বছর বিদ্যমান ছিল এবং ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্টের জন্য এটিও আবশ্যক যেন তিনি নিজের সত্যতার প্রমাণে ঐশী নিদর্শন প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, এক লেখরামের নিদর্শন কি তুচ্ছ কোন নিদর্শন ছিল। মল্লযুদ্ধের মতো বেশ কয়েক বছরের জন্য একটি শর্ত দেয়া হয়েছিল।

অতঃপর সেরূপই ঘটেছে যেমনটি বলা হয়েছিল যে, এর আর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? সর্বধর্ম সম্মেলন সম্পর্কেও বেশ কয়েকদিন পূর্বেই এই ঘোষণা করা হয় যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছেন যে, আমার প্রবন্ধ সবার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে। যারা এই মহান ও গভীর প্রভাব বিস্তারী জলসা প্রত্যক্ষ করেছে তারা নিজেরাই অনুধাবন করতে পারে যে, এমন জলসায় বিজয়ী হওয়ার সংবাদ পূর্বেই প্রদান করা কোন রসিকতা বা অনুমান ছিল না। অবশেষে তা-ই হয়েছে যেমনটি সংবাদ দেয়া হয়েছিল।

পুনরায় প্রত্যাদিষ্ট হওয়া সংক্রান্ত সাক্ষ্য -প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন,বস্তুত এখন আমার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার সপক্ষে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। প্রধানত অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয়ত বাহিরের সাক্ষ্য-প্রমাণ, তৃতীয়ত শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী মুজাদ্দিদ সম্পর্কে সহীহ্ হাদিস, চতুর্থত **ইন্না নাহনু নাজ্জাল নাজ্জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফিযুন**। (সূরা হিজর: ১০)এর সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি। এরপর পঞ্চম এবং জোরালো আরেকটি সাক্ষ্য আমি উপস্থাপন করছি, আর তা হলো সূরা নূরে উল্লিখিত ইস্তেখলাফ বা খিলাফতের প্রতিশ্রুতি। তাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, পূর্বেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(সূরা নূর: ৫৬) এই আয়াতে প্রদত্ত খিলাফতের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মহানবী (সা.) এর সিলসিলায় যারা খলীফা হবেন তারা পূর্ববর্তী খলীফাদের মতো হবেন। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনে মহানবী (সা.)-কে মূসার সদৃশ বলা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (সূরা মুয্যাম্মেল: ১৬)। আর তিনি দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীও মূসার সদৃশ, যা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী। অতএব এই সাদৃশ্যে যেভাবে **'কামা'** শব্দ বলা হয়েছে সেভাবেই সূরা নূরে **'কামা'** শব্দটি রয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মূসায়ী ধারা ও মুহাম্মদী ধারা পূর্ণ সাদৃশ্য ও অনুরূপতা রয়েছে। মূসায়ী ধারার খলীফাদের ধারাবাহিকতা হযরত ঈসা (আ.) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর তিনি হযরত মূসা (আ.) এর পর চৌদ্দ শতাব্দীতে এসেছিলেন। এই সাদৃশ্যের দিক থেকে অন্ততপক্ষে এতটা আবশ্যক যেন চৌদ্দ শতাব্দীতে সেই একই রঙ এবং বৈশিষ্ট্যের একজন খলীফা জন্মগ্রহণ করেন যিনি ঈসা মসীহ্‌র অনুরূপ হবেন এবং তারই মতো চিন্তাধারা রাখবেন আর পদাঙ্কে থাকবেন।

এরপর হুজুর বলেন, গত জুমুআয় নিউজিল্যান্ড-এ যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। গত জুমুআতেই বলার কথা ছিল, কিন্তু শেষের দিকে ভুলে গিয়েছিলাম। যাহোক এরপর আমি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করেছিলাম যাতে জামা'তের পক্ষ থেকে সমবেদনা জানানো হয়েছিল। অনেক নিষ্পাপ এবং নিরীহ মানুষ ও শিশু ধর্মীয় ও জাতীয় ঘৃণার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার প্রতি করুণা করুন এবং তাদের আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য দান করুন।

এ বিষয়ে কিছু কথা পরে সামনে আসে। গত জুমুআয় কিছু না বলার লাভ এটি হয়েছে যে, নিউজিল্যাণ্ড সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত চারিত্রিক গুণের বহিঃপ্রকাশ করেছেন আর সরকারের দায়িত্ব পালন করেছেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। হায় আজকের মুসলমান সরকারগুলোও যদি এটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতো আর ধর্মীয় ঘৃণা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভূমিকা পালন করতো। জনসাধারণও তার সঙ্গ দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এই পুণ্য গ্রহণ করে তাদেরকে সত্য চেনার তৌফীক দান করুন। মসজিদে যেসব মুসলমান ছিল তাদের মাঝে এক ভদ্র মহিলার স্বামী এবং ২১ বছর বয়স্ক সন্তানও প্রাণ হারায়। টিভি সাক্ষাৎকারের সময় সেই ভদ্রমহিলা অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। যাহোক এক পুণ্যের খাতিরে এবং পুণ্য উদ্দেশ্যে তারা প্রাণ হারিয়েছে। খোদা তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা।

সেখানকার মুসলমানরা পরম ধৈর্য ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আর এক মুসলমানের কাছে এরই প্রত্যাশা করা যায়। একজন মুসলমানকে এরই বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। কিন্তু কতক উগ্রপন্থী দল ঘোষণা দিয়েছে যে, আমরা এর প্রতিশোধ নেব, অথচ এটি অত্যন্ত বাজে চিন্তা। এভাবে শত্রুতা দীর্ঘায়িত হতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা করুন ইসলামের ভেতর যেসব চরমপন্থী দল রয়েছে সেগুলোও যেন নিশ্চিহ্ন হয় আর ইসলামের সত্য ও প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক। আল্লাহ্ তা'লা মুলমানদের তৌফীক দিন, তাদের সকলেই যেন যুগ ইমামকে মানতে পারে যেন ঐক্যবদ্ধভাবে পৃথিবীতে ইসলামের সত্যিকার ও মহান শিক্ষার প্রসার সম্ভব হয়।

এরপর হুজুর বলেন, নামাযের পর আমি কয়েকটি গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। প্রথম জানাযা হচ্ছে, মওলানা খুরশীদ আহমদ আনোয়ার সাহেবের, যিনি কাদিয়ানে তাহরীকে জাদীদের ওকীলুল মাল ছিলেন। গত ১৯ মার্চ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন**। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ ছিলেন কিন্তু পরম ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবলের সহিত তিনি এই রোগের সাথে লড়াই করেন এবং রোগভোগ করেন। গুরুতর অসুস্থ তা এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কখনো কোন আলস্য দেখান নি। নিয়মিত দপ্তরে আসতেন, বরং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সুন্দরভাবে নিজের ওয়াকফের অঙ্গীকার রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। বরং আমি মনে করি যেভাবে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন ছিল তিনি তা যথার্থরূপে করেছেন।

তার জামাতা খালেদ আহমদ আলাদ্বীন সাহেব লিখেছেন, অসুস্থাবস্থায় যখনই আমি তাকে বিশ্রাম নিতে বলতাম তিনি এই উত্তরই দিতেন যে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেবা করতে করতে আল্লাহর দরবারে

উপস্থিত হওয়া, আর এই অঙ্গীকার তিনি পালন করেছেন। পরম অনুগত, পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন আর আর্থিক বিষয়াদির প্রতি সুগভীর দৃষ্টি প্রদানকারী ছিলেন। যখন তাকে উকীলুল মালের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তখন তাহরীকে জাদীদ এর বাজেট ছিল লক্ষের কোঠায়, যা আল্লাহ্‌র কৃপায় এখন কোটি কোটিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, ফিজির নায়েব আমীর তাহের হোসেন মুনশী সাহেবের, যিনি ৫ই মার্চ ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।** তিনি ফিজি জামা'তের একজন প্রবীণ সেবক ছিলেন। দীর্ঘদিন নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম অত্যন্ত নেক, দোয়ায় অভ্যস্ত, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত একজন বুযূর্গ মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অন্য দেরও খিলাফতের সম্মান এবং আনুগত্যের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। সর্বদা স্বীয় উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করতেন। কখনো কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে যখন জানতেন যে, এ সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্‌র মতামত এরূপ তখন তৎক্ষণাৎ নিজের মতামত পরিহার করতেন।

তৃতীয় জানাযা হচ্ছে, মালী নিবাসী মূসা সিসকো সাহেবের। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন,**ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন** । ২০১২ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১৩ সনে ভিসকাসো শহরে জামা'তের রেডিও চ্যানেলের সূচনাকালে তাকে এর ডাইরেক্টর বা পরিচালক এবং একই বছর জামা'তের প্রেসিডেন্টও নিযুক্ত করা হয়। রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠার পর ভিসকাসো অঞ্চলে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তখন তিনি পরম প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং সকল সমস্যার সমাধান বের করেন। বয়আতের পর তিনি নিজের জীবনকে জামা'তের সেবার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বাজামা'ত নামায পড়ার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাযও পড়তেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা ছিল আর খিলাফতের প্রতিটি তাহরীকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের সন্তান-সন্ততিকেও পুণ্য করার তৌফিক দিন।

**Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 22 MARCH 2019**

**BOOK POST (PRINTED MATTER)**

To .....

.....

**From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B**